বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ-অর্থনীতি ১ম পত্র

১ম অধ্যায় ঃ- মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও সমাধান

মডেল প্রশ্ন-০১

দুটি দ্রব্য ‘X’ ও ‘Y’ এর উৎপাদন সম্ভাবনা সূচি দেওয়া হলো :

সংমিশ্রণ	X দ্রব্য	Y দ্রব্য
	১৩০	০০
	১০০	৫০
	৫০	১০০

ক) দুষ্প্রাপ্যতা কী? ১

খ) কেন নির্বাচন সমস্যা সৃষ্টি হয়? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অংকন কর। ৩

ঘ) ‘X’ দ্রব্যের উৎপাদন ১০০ একক অবস্থায় ‘Y’ দ্রব্যের ১০০ একক উৎপাদন করার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও যৌক্তিকাত বিশ্লেষন কর। ৪

১নং প্রঃ উঃ (ক)

অভাবের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকাকে অর্থনীতিতে দুষ্প্রাপ্যতা বলে।

১নং প্রঃ উঃ (খ)

সম্পদের স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অনেক অভাবের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অভাবগুলো বাছাই করার প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে।

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এ অসীম অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান পর্যান্ত নয়। এই সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে গিয়ে নির্বাচন সমস্যার সৃষ্টি হয়। সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করা উচিত যেন তার দ্বারা সমাজের বেশিরভাগ লোকের অধিকাংশ অভাব পূরণ করা যায়। সীমিত সম্পদের সাহায্যে মানুষের সকল অভাব এক সাথে পূরণ করা যায় না।

তাই অসংখ্য অভাবের মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে অভাবের নির্বাচন করতে হয়। অর্থাৎ সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে নির্বাচন সমস্যার উদ্ভব হয়।

১নং প্রঃ উঃ (গ)

যে রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করা হয় তাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে। যেমন-একটি সমাজ তার সীমাবদ্ধ সম্পদের সহায়্যে ১ লক্ষ বই অথবা ১ কোটি কলম উৎপদান করতে পারে সমাজ ইচ্ছা করলে কলম ও উৎপাদন হ্রাস করে বই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। একই পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে বই ও কলমের বিভিন্ন সংমিশ্রণ

উৎপাদন করা সম্ভব। সীমিত সম্পদের সাহায্যে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সাহায্যে দেখানো যায়।

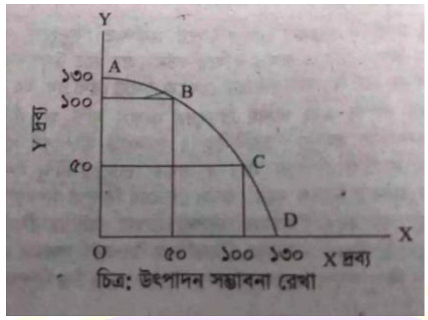

চিত্র: উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচিতে লক্ষ করা যায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ও চলতি প্রযুক্তি সাপেক্ষে 'Y' দ্রব্য সর্বোচ্চ ১৩০ একক উৎপাদিত হয়। যা A বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। আবার, X দ্রব্য ৫০ হলে Y দ্রব্য ১০০ একক উৎপাদন করা যায়। যা B দ্বারা নির্দেশিত X দ্রব্য ১০০ হলে Y দ্রব্য ৫০ একক উৎপাদন করা যায় যা C বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। সমস্ত সম্পদ 'X' দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবয় করলে সর্বোচ্চ ১৩০ একক উৎপাদন পাওয়া যায় যা D বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত।

এভাবে প্রাপ্ত A, B, C, D বিন্দু গুলো যোগ করে AD উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।

১নং প্রঃ উঃ (ঘ)

প্রাপ্ত উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অনুযায়ী 'X' ও 'Y' উভয় দ্রব্য ১০০ একক উৎপাদন সংমিশ্রনটি অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উৎপাদন সম্ভব নয়।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ৩টি অঞ্চল অদক্ষ বা বেকারত্ব অঞ্চল এবং অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাইরের অংশের বিন্দুকে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে। সম্পদ সীমিত বলে উৎপাদনকারীকে নির্দিস্ট সীমানার মধ্যেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সীমানার বাইরে উৎপাদন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। যাকে অ-অর্জন যোগ্য অঞ্চল বলে।

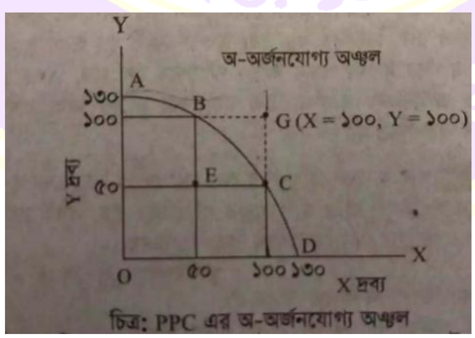

চিত্র: PPC এর অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল

চিত্র হতে দেখা যায়, উভয় দ্রব্য ১০০ একক উৎপাদন করা হলে সংমিশ্রণটি রেখার অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল G বিন্দুতে অবস্থিত যা বিদ্যমান প্রযুক্তি ও সম্পদের প্রেক্ষিতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

PPC রেখার ভেতরের অংশকে অদক্ষ অঞ্চল বলে যেখানে উৎপাদন করা সম্ভব হলেও তা উচিত নয় কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। শুধুমাত্র উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলোতে উৎপাদন করলে তা দক্ষ উৎপাদন হবে কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করে উৎপাদন করা হয়।

মডেল প্রশ্ন-০২

A দেশ	B দেশ
বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা ভোক্তার স্বাধীনতা সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা	শ্রেণি শোষণ অনুপস্থিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মুদ্রাস্ফীতি অনুপস্থিত।

ক) ব্যষ্টিক অর্থনীতি কী? ১

খ) সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা ই অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে A দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা। ৩

ঘ) উদ্দীপকে B দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থাটি কীভাবে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ (ক)

অর্থনীরিত যে শাখায় প্রতিটি এককের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।

২নং প্রঃ উঃ (খ)

প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকাকে দুষ্প্রাপ্যতা বলে।

মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমিত। অভাব পূরণের উপকরণগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প। ফলে উপকরণগুলো নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা যায়। কী উৎপাদন করতে হবে এবং করার জন্য করতে হবে এই নির্বাচনজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এর কারণ হলো দুষ্প্রাপ্যতা। সম্পদ যদি অসীম হতো তবে কোনো সমস্যা থাকতো না। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করতে সীমাবদ্ধ উপকরণসমূহ এমনভাবে নিয়োগ করতে হবে যাতে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় অভাব প্রথমে মিটানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ সীমাহীন অভাব পূরণের জন দুষ্প্রাপ্য সম্পদের নিয়োগ বিন্যাসই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা।

২ন প্রঃ উঃ (গ)

A দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? লিখতে হবে।
- ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।
- উদ্দীপকের সাথে বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে উপসংহার লিখতে হবে।

২নং প্রঃ উঃ (ঘ)

B দেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা লিখবে।
- বৈশিষ্ট্য লিখবে উদ্দীপকের আলোকে।
- কীভাবে ভূমি, মূলধন, শ্রম, সংগঠন অর্থাৎ দাম ব্যবস্থার সমাধান হয় লিখতে হবে। (অক্ষরপত্র বই সমাজতান্ত্রিক সমাধান টপিক থেকে লিখতে হবে।)

মডেল প্রশ্ন-০৩

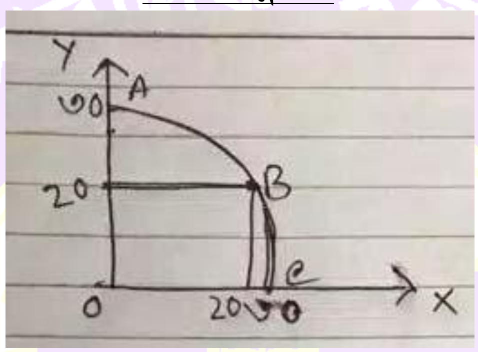

ক) সামষ্টিক অর্থনীতি কী? ১

খ) সুযোগ ব্যয়ের উদ্ভব ঘটে কেন? ২

গ) উদ্দীপকের চিত্রটিতে কোন মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার উপস্থাপিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) (X= ১০, Y= ১০) ও (X= ৪০, Y= ৩০) বিন্দু দুটির তুলনাপূর্বক উৎপাদন সিদ্ধান্ত দাও। ৪

৩নং প্রঃ উঃ (ক)

অর্থনীতির যে শাখায় অর্থনীতির একক গুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।

৩নং প্রঃ উঃ (খ)

অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের কারণে সৃষ্ট দুষ্প্রাপ্যতার ফলে মানুষকে নির্বাচন সমস্যায় পড়তে হয়। এই নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার সৃষ্টি। কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পেতে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ত্যাগ করতে হয় তার পরিমাণকে সুযোগ ব্যয় বলে। উপকরণের সীমাবদ্ধতার কারণে সব অভাব কে একাসাথে মেটানো যায় না। ফলে বাছাইয়ের জন্য সুযোগ ব্যয় বিষয়টির উদ্ভব, যেমন-একটি জমিতে সর্বোচ্চ ২০ কুইন্টাল ধান অথবা সর্বোচ্চ ১০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো ১০ কুইন্টাল-গম। আবার ১০ কুইন্টাল গম উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় ২০ কুন্টাইল ধান।

৩নং প্রঃ উঃ (গ)

চিত্রটিতে নির্বাচন সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

➢ নির্বাচন সমস্যা কী লিখতে হবে।

➢ উদ্দীপকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে নির্বাচন সমস্যা দেখানো হয়েছে। যে রেখার প্রতিটি বিন্দু দুটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখায়। তাই এই রেখার সাহায্যে কতটুকু বা কী উৎপাদন করা হবে তা ব্যাখ্যা করা যায়।

➢ উদ্দীপকে চিত্র হতে লক্ষ করা যায় রেখার B বিন্দুতে (X,Y) = (20,20) এবং C বিন্দুতে, (X,Y) = (৩০,০) এবং A বিন্দুতে, (X,Y) = (০,৩০) পরিমাণ। দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। এখন, প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উৎপাদককে নির্বাচন করতে হবে যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন করবে। এভাবে PPC এর মাধ্যমে এভাবে PPC এর মাধ্যমে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা নির্বাচন উপস্থাপিত হয়।

এই প্যারায়---- উপসংহার লিখবে।

<u>৩নং প্রঃ উঃ (ঘ)</u>

উদ্দীপকে (X = ১০, Y = ১০) সংমিশ্রণ বিন্দুটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অদক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত এবং (X = ৪০, Y = ৩০) এই বিন্দুটি অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত।

➢ উৎপাদন সম্ভাবনা রেকার সংজ্ঞা লিখবে।

➢ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ৩টি অঞ্চল রয়েছে। দক্ষ, অদক্ষ এবং অ-অর্জনযোগ্য।

চিত্রে (X = ১০, Y = ১০) এবং (X = ৪০, Y = ৩০) সংমিশ্রণ বিন্দু দুটি উপস্থাপন করা হলো

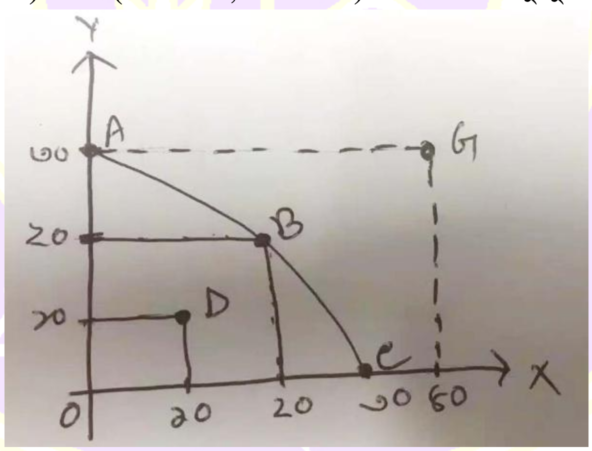

চিত্র হতে দেখা যায় (X = ১০, Y = ১০) বিন্দুটি D বিন্দু দ্বারা দেখানো হলো। যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা, AC এর অভ্যন্তরে অবস্থিত। এবং (X = ৪০, Y = ৩০) বিন্দুটি G বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। যা AC রেখার বাইরে অবস্থিত। অর্থাৎ G বিন্দুটি অর্জন যোগ্য অঞ্চলে অবস্থিত। উৎপাদন সম্ভাবনা নেই তাই উৎপাদন করা যায় না। তাই একে অ-অর্জনযোগ্য অঞ্চল বলে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরীণ বিন্দুতে উৎপাদন করলে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়না। তাই একে অদক্ষ অঞ্চল বলে। একমাত্র উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দুগুলোতে উৎপাদন করলে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়। তাই তাকে দক্ষ উৎপাদন বলে।

সুতরাং , (X = ১০, Y = ১০) নির্দেশিত = বিন্দুতে উৎপাদক উৎপাদন করতে পারবে। কিন্তু তা অদক্ষ উৎপাদন হবে। তাই করবে না, আবার (X = ৪০, Y = ৩০) নির্দেশিত G বিন্দুতে উৎপাদক উৎপাদন করতে পারবে না কারণ সম্পদ সীমিত। শুধুমাত্র উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরে অবস্থিত A,B অথবা C বিন্দুতে, উৎপাদন সিদ্ধান্ত নিজেই তা হবে দক্ষ উৎপাদন কারণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়।

মডেল প্রশ্ন-০৪

রিপা 'ক' দেশের নাগরিক। তার দেশে বেসরকারি মালিকানায় কোনো শিল্প কারখানা নেই। কৃষি খামার গুলো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত 'খ' দেশে বেড়াতে গিয়ে সে দেখলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কে গুরুত্ব দেয়া হয়।

ক) PPC এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ) কীভাবে উৎপাদন করা হবে-সমস্যাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ) উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশটির অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরণ চিহ্নিত পূর্বক ক ও খ দেশের অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার সার্বভৌমত্ব ও শ্রেণি বৈষম্য তুলনা কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ (ক)

Production Possibility Corve.

৪নং প্রঃ উঃ (খ)

উৎপাদিত দ্রব্য কোন পদ্ধতিতে করা হবে তা হলো ২য় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। যেমন- কোনো পরিমাণ দ্রব্য অধিক শ্রম ও কম মূলধন, আবার কম শ্রম ও অধিক মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে সমাজকেই স্থির করতে হয় বিভিন্ন উপকরণের কিভাবে সমন্বয় করা হবে। নিম্নে সমউৎপাদন ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো।

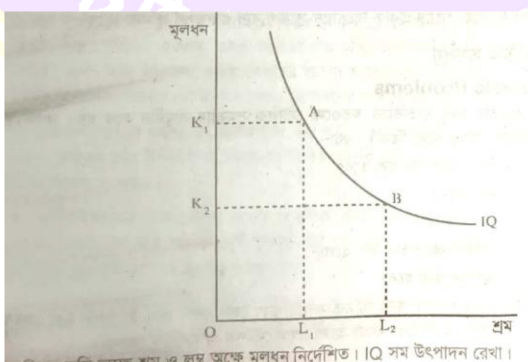

চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে মূলধন নির্দেশিত। IQ সম উৎপাদন রেখা।

চিত্রনুসারে OL_1 শ্রম এবং OK_1 পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে A বিন্দুতে যতটুকু উৎপাদন করা যায়, শ্রম, OK_2 মূলধন নিয়ে B বিন্দুতে একই পরিমাণ উৎপাদন করা যায়। এখন সমাজকে স্থির করতে কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে। যদি A বিন্দুতে উৎপাদন করা হয় তবে তা মূলধন নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি, আবার B বিন্দুতে উৎপাদন করা হলে তা হবে শ্রম নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি। এক্ষেত্রে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন করাই হল অর্থনীতির ২য় মৌলিক সমস্যা।

৪নং প্রঃ উঃ (গ)

'ক' দেশটি সমাজতান্ত্রিক/নির্দেশনামূলক অর্থব্যবস্থার দেশ।

- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা লিখবে।
- বৈশিষ্ট্য লিখবে উদ্দীপকের সাথে মিল রেখে।

৪নং প্রঃ উঃ (ঘ)

'খ' দেশটি মিশ্র অর্থব্যবস্থার দেশ।

- মিশ্র অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা লিখবে।
- বৈশিষ্ট্য লিখবে উদ্দীপকের আলোকে।
- মিশ্র ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভোক্তার ভোগের স্বাধীনতা ও শ্রেণি বৈষম্য এই দুটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে হবে।